বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবর্তন
Culture of Bangladesh and Social Change

১০

ভূমিকা
Introduction

বাংলাদশের মানুষের সংস্কৃতি তাদের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এদেশের মানুষের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলোর প্রভাব অন্য সংস্কৃতির মানুষ থেকে পরিচয়গত বৈশিষ্ট্যে আলাদা সত্তা দিয়েছে। যেমন- বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বা ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম, পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য পরিধেয়, বাসনপত্র, চিত্রকলা, গান, নাচ, লোকায়িত জ্ঞান, লোকসংস্কৃতি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচার আচরণ, মূল্যবোধ, পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা, সম্পত্তির মালিকানার ধরন এবং উত্তরাধিকার, সরকার, গৃহনির্মাণ, শিল্প-উৎপাদন, চারুকলা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, রন্ধন, রাষ্ট্র, আইন, আদর্শ, আমলাতন্ত্র, সামাজিক চেতনা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির অংশ যা অন্যদেশের সংস্কৃতি থেকে আমাদেরকে আলাদা করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এদেশের বাঙালি সংস্কৃতি হতে আলাদা। এদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। যেমন– চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, মণিপুরি, রাখাইন ইত্যাদি। তবে এদেশে বসবাসকারী সকল মানুষের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার, কলকারখানা প্রতিষ্ঠার কারণে নগরায়ণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া মানুষ কর্মসংস্থানের সন্ধানে বা পেশাগত পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তর গমন করছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তির প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতি
পাঠ-১০.২: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি
পাঠ ১০.৩: বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব
পাঠ-১০.৪: বাংলাদেশের নগরায়ণ এবং স্থানান্তর গমন
পাঠ ১০.৫: সামাজিক পরিবর্তন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

মুখ্য শব্দ	সংস্কৃতি, গ্রামীণ সংস্কৃতি, নগর সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চাকমা, মারমা, গাঁরো, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, মণিপুরি, রাখাইন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব, নগরায়ণ ও স্থানান্তর গমন, সামাজিক পরিবর্তন।

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতি
Rural and Urban Culture of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংস্কৃতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংস্কৃতির উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা
Definition of culture

বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা আবশ্যক, অর্থাৎ সংস্কৃতি কাকে বলে সে সম্পর্কে ধারণা। ইংরেজি Culture শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতিকে কৃষ্টিও বলা হয়। কৃষ্টি শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্ষণ বা চাষ। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং সমাজ নৃবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতিকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টাইলরের মতে, সংস্কৃতি অথবা সভ্যতা হচ্ছে এমন একটি জটিল সামগ্রিক সত্তা, যার ভেতর রয়েছে জ্ঞান, আস্থা-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন, প্রথা-পদ্ধতি এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অন্য সকল দক্ষতা ও অভ্যাস। (Culture or civilization is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habit acquired by man as a member of society)। টাইলর আরও মত দেন যে, সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা-প্রণালীই হলো সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করলে বলা যায় এটি হলো জীবনযাপন বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি বাWay of life. অন্যদিকে ম্যালিনোস্কী বলেন, 'Culture is the handiwork of man and the medium through which he achieves his ends.' (অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের আপন কর্মের সৃষ্টি, যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে)। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে মানুষ সুশিক্ষা, সদাচার, সুনীতি, সুরুচি, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতিকে অর্জন করতে পারে যা তাকে শিষ্টতা ও অশিষ্টতা, নম্রতা ও রুক্ষতা, সামাজিক ও অসামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়।

সমাজবিজ্ঞানী কার্লাইল'র মতে, মানবিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এবং তার জন্য সাধনার নামই সংস্কৃতি। তবে নিছক সাধনা কিন্তুসংস্কৃতিনয়। সংস্কৃতি হচ্ছে যা ইতিমধ্যে সাধন ক্রিয়ায় অর্জিত এবং তার ফলাফলে প্রতিফলিত।(The great lane of culture is, let each become all that he was created capable of being)।

আরনল্ড ডব্লিউ গ্রীন'র মতে, সংস্কৃতি হলো মানুষের আস্থা-বিশ্বাস, জ্ঞান, প্রথা-পদ্ধতির একটি আদর্শায়িত রূপ, যা সামাজিকভাবে হস্তান্তরিত হয় এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এসবের রূপও বদলায়। (Culture is the socially transmitted system of idealized ways in knowledge, practice, and belief along with the artifacts that knowledge and practice produce and maintain as the change in time)।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ'র মতে, সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তা ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ, যা তার শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্ম, বিনোদন ও উপভোগের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। (Culture is the expression of our nature in our modes of living and of thinking, in our everyday intercourses, in our art, in literature, in religion, in creation and enjoyment)।

বস্তুত মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রার সবকিছুই তার সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন-মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। মানুষের কৃষিকাজ, গৃহনির্মাণ,শিল্প-উৎপাদন, চারুকলা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, রন্ধন, রাষ্ট্র, আইন, আদর্শ, আমলাতন্ত্র, মূল্যবোধ, সামাজিক চেতনা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃতিরউপাদানসমূহ

Elements of culture

বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতির ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে সংস্কৃতির উপাদনগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

নৃবিজ্ঞানী Clark Wisslerতাঁর Man and Culture নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির নয়টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। যেমন-(১) ভাষা, (২) বস্তুগত বৈশিষ্ট্য (বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র ইত্যাদি), (৩) শিল্পকলা, (৪) পৌরাণিক কাহিনী এবং বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, (৫) ধর্মীয় আচার-আচরণ, (৬) পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থা, (৭) সম্পত্তি, (৮) সরকার এবং (৯) যুদ্ধ।

অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়াং তাঁর Sociology নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির তেরোটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন

(১) ভাবের আদান প্রদানের ধরন (অঙ্গভঙ্গি ও ভাষা);
(২) মানুষের দৈহিক চাহিদা পূরণের উপাদান ও পদ্ধতি (খাদ্যগ্রহণ, ব্যক্তিগত সেবাযত্ন, আশ্রয়, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি);
(৩) যাতায়াতের উপায় (বাস, ট্রেন, লঞ্চ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি);
(৪) জিনিসপত্র ও সেবার আদান প্রদান (পণ্য বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা ইত্যাদি);
(৫) সম্পত্তির ধরন (বস্তুগত ও ব্যক্তিগত);
(৬) পরিবার ব্যবস্থা (বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ), জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সম্পর্ক, অভিভাবকত্ব এবং উত্তরাধিকার;
(৭) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি প্রতিষ্ঠান (অবশ্য পালনীয় লোকরীতি, জনমত, সংগঠিত রাষ্ট্র, আইন-কানুন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃত্ব, যুদ্ধবিগ্রহ);
(৮) শৈল্পিক অভিব্যক্তি(স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য ইত্যাদি);
(৯) অবসর বিনোদন মূলক কর্মকাণ্ড (সিনেমা দেখা, গান শোনা, পত্রিকা পড়া, খেলাধুলা ইত্যাদি);
(১০) ধর্ম ও যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আচার আচরণ;
(১১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি;
(১২) পুরাণ ও দর্শন; এবং
(১৩) মৌলিক মিথষ্ক্রিয়াসূচক প্রক্রিয়াসমূহের সাংস্কৃতিক কাঠামো।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতি

Rural and urban culture of Bangladesh

ছক: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতি

উপাদান ও বৈশিষ্ট্য	গ্রামীণ সংস্কৃতি	নগর সংস্কৃতি
ভাষা বা ভাবের আদান প্রদান	গ্রমীণ সংস্কৃতি মূলত অঞ্চলভিত্তিক ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়, যেখানে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার, আঞ্চলিক ভাষায় সম্বোধন বেশি হয়ে থাকে। বই-পুস্তক বা প্রমিত ভাষার ব্যবহার কম হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার ঘটায় ভাষার ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে।	নগরের জনগোষ্ঠীরমধ্যে শিক্ষার হার এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষের হার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় এখানে ভাষায় তুলনামূলক প্রমিত ভাষার ব্যবহার বেশি। এখানে সম্বোধন রীতিতেও পাশ্চাত্যের ধারা লক্ষণীয়। তবে নগরে স্থানান্তর গমনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষার আদান প্রদানের কারণে নগরের ভাষায় মিশ্র শব্দের ব্যবহার বেড়েছে।
বস্তুগত বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের চাহিদা পূরণের পদ্ধতি	কয়েক বছর পূর্বেও গ্রামীণ বাসস্থান মূলত মাটির তৈরি দেয়াল এবং শন বা টিনের চালা ছিলো। কিন্তু বর্তমান সময়ে গ্রামেও পাকা অর্থাৎ ইট পাথরের তৈরি বাড়ি, সেমি পাকা বাড়ি, টিনশেড সেমি পাকা ঘর লক্ষ করা যায়।	নগরের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে পূর্বের তুলনায় নগরের বাসস্থানেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। নগরে ইট পাথরের তৈরি বিশাল অট্টালিকাসহ বিভিন্ন ডিজাইনের পাকা বাড়ি লক্ষ্য করা যায়। তবে শহরের বস্তি এলাকায় সেমি পাকা

উপাদান ও বৈশিষ্ট্য	গ্রামীণ সংস্কৃতি	নগর সংস্কৃতি
	গ্রামীণ সংস্কৃতির মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ মূলত বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে। গ্রামের পুরুষেরা মূলত লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি, সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি পরিধান করে। তবে নগর সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রামের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও শার্ট-প্যান্ট, জিন্স প্যান্ট, জ্যাকেট, স্যুট, ট্রাউজার ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বর্তমানে গ্রামের মানুষের ব্যবহার্য্য বাসনপত্রও প্রায় শহরের মত, যেমন-সিরামিকের বাসন, কাঁচের তৈরির বাসন এবং মেলামাইনের বাসনপত্রের ব্যবহার দেখা যায়। গ্রামের মানুষজন মূলত মাটিতে মাদুর পেতে বা পিড়িতে বসে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। তবে আধুনিককালে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন- চেয়ার টেবিলে বসে খাবার গ্রহণ ইত্যাদি। গ্রামে ব্যক্তিগত সেবা যত্নের ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনসহ জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোকজন এবং কখনও কখনও পাড়া প্রতিবেশিরাও অংশগ্রহণ করে থাকে।	বাড়ি, টিনশেড ঘর লক্ষ করা যায়। নগর সংস্কৃতির মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ মূলত পাশ্চাত্যের সাথে দেশীয় পোশাকের মেলবন্ধন। শহরের পুরুষেরা মূলত পায়জামা,পাঞ্জাবি, ট্রাউজার, জিন্স প্যান্ট, শার্ট, স্যুট, জ্যাকেট, মেয়েরা সালোয়ার কামিজ, শাড়ি ইত্যাদি পরিধান করে। তবে শহরেরমেয়েরাও শার্ট-প্যান্ট, জিন্স প্যান্ট, জ্যাকেট, স্যুট, ট্রাউজার ইত্যাদি পরিধান করে। বর্তমানে নগরের মানুষ মাঝে সিরামিকের বাসন, কাচের তৈরির বাসন এবং মেলামাইনের বাসনপত্রের ব্যবহার দেখা যায়। শহরের মানুষজনমূলত চেয়ার টেবিলে বসে খাবার গ্রহণ করে। নগরে ব্যক্তিগত সেবা যত্নের ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনই করে থাকে।তবে নগরে বিভিন্ন পরিবারে সেবিকা রাখারও প্রচলন রয়েছে।
শিল্পকলা ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি	যেহেতু এই বাংলা জনপদ বিভিন্ন রাজা, বাদশা, জমিদার এবং বিদেশি শক্তির দ্বারা শাসিত হয়েছে সেহেতু এখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির স্থাপত্য, চিত্রকলাতেও ঐসব শাসক শ্রেণির মনোচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে এসব চিত্রকলা মূলত গ্রামীণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনাগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। লোকরীতি, লোকগান, সাহিত্য ইত্যাদি মূলত গ্রামীণ পরিবেশের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। যেমন- ময়মনসিংহ গীতিকা। এছাড়া হাওড় অঞ্চলে বর্ষাকালের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ঘাটু গানের প্রচলন তৈরি হয়। সম্প্রতি গ্রামে এসব লোকাচার, লোকরীতি এবং লোকসংস্কৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন- এখন আর পূর্বের মতো পুঁথি পাঠের আসর, যাত্রা, কবিগান, সারিগান লক্ষ্য করা যায় না। আকাশ সংস্কৃতির ফলে গ্রামের মানুষও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিদেশি সিনেমা, ড্রামা সিরিজ ইত্যাদি উপভোগ করে থাকে।	যেহেতু রাজা, বাদশা, জমিদার এবং বিদেশি জনগণ শহরকেন্দ্রিক আবাসস্থল গড়ে তুলেছিলেন তাই মূলত শহর এলাকার ধর্মীয় স্থান, যাদুঘর, বাড়ির নির্মাণ শৈলিতে বিভিন্ন স্থাপত্য, চিত্রকলার ব্যবহার লক্ষণীয়। নগরের রীতি নীতি, সংস্কৃতিতে মূলত পাশ্চাত্যর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যেমন-শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকেরাপশ্চিমা সাহিত্য পড়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যম যেমন-সিডি, ডিভিডি, ইন্টারনেটইত্যাদির সাহায্যে আইপি চ্যানেল, নেটফ্লিক্স, ক্যাবল চ্যানেলেবিদেশি সিনেমা, ড্রামা সিরিজ, খবর, ডকুমেন্টারি, পরিবেশ ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিসহ বহু এপিসোড উপভোগ করে।
ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান	গ্রামের মানুষ তুলনামূলক বেশি পরিমাণে ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ করে। কোনো অসুস্থতা বা অসুখের ঘটনা ঘটলে গ্রামের মানুষ অনেকসময় মনে করে যে জ্বিন বা ভূতের আছড় পড়েছে, এবং সে অনুযায়ী পানিপড়া, ঝাঁড় ফোক, ওঝাঁ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। গ্রামে এখনো সাপে কামড় দিলে প্রথমে ওঝাঁর	নগরের জনগোষ্ঠী বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানেরউপর নির্ভরশীল। কোনো অসুস্থতা বা অসুখের ঘটনা ঘটলে শহরের মানুষ প্রথমে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়।

উপাদান ও বৈশিষ্ট্য	গ্রামীণ সংস্কৃতি	নগর সংস্কৃতি
	কাছে নিয়ে যায়। তবে আধুনিককালেসনাতনী চিকিৎসা ধারার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে।	
ধর্মীয় আচার-আচরণ বা ধর্ম ও যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আচার আচরণ	গ্রামের অধিকাংশ মানুষ যাদুবিদ্যায় এখনো বিশ্বাস রাখে। ধর্মীয় আচার আচরণ ও ধর্মীয় রীতিনীতি কঠোরভাবে পালন করে থাকে।	নগরের মানুষজনের যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস কম। তবে বাংলাদেশের শহরে ধর্মীয় আচার আচরণ ও ধর্মীয় রীতিনীতি কঠোরভাবে পালনে যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষ্য করা যায় এবং কিছু কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবার ধর্মীয় আচার-আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই পালন করে না।
যাতায়াতের উপায়	গ্রামে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়িসহ রিক্সা-ভ্যান, মোটর বাইক, ইজিবাইক, নৌকা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, লঞ্চসহ নানা ধরনের যানবাহন ব্যবহার করে। তবে গ্রামের অনেক রাস্তা পাকাও পিচের হওয়ায় সব ধরনের গাড়ি চলাচল লক্ষণীয়।	নগরে যাতায়াতের জন্য রিক্সা-ভ্যান, ইজিবাইক, বাস, ট্রাক, প্রাইভেট, মোটর সাইকেল ইত্যাদি নানা ধরনের যানবাহন ব্যবহার করে। শহরের সর্বত্র পাকা রাস্তা লক্ষণীয়।
পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থা, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সম্পর্ক, অভিভাবকত্ব এবং উত্তরাধিকার	গ্রামে একক পরিবার এবং যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বেশি লক্ষণীয়। গ্রামের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং অভিভাকত্ব পিতার দিক থেকে নির্ধারিত হয়। গ্রামের জ্ঞাতি সম্পর্কের লোকজনের মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।	নগরে মূলত অণু পরিবার ব্যবস্থা বেশি লক্ষ্যনীয়। তবে নগরেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং অভিভাকত্ব পিতার দিক থেকে নির্ধারিত হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে অণু এবং একক পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় শহরের জ্ঞাতি সম্পর্কের লোকজনের মধ্যে ফরমাল সম্পর্ক বিদ্যমান।
সম্পত্তি ও সম্পত্তির ধরন	গ্রামে সম্পত্তি বলতে মূলত জমিজমা, বাগান, ঘরবাড়িকে বোঝায়। গ্রামে কৃষি ভিত্তিক স্থাবর সম্পত্তির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।	নগরে সম্পত্তি বলতে মূলত ঘর-বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ব্যালেন্স, উপার্জিত অর্থ, বিনিয়োগকৃত টাকা ইত্যাদিকে বোঝায়। শহরে অস্থাবর সম্পত্তির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উপরের আলোচনা থেকে গ্রামীণ এবং নগরের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়। বিদেশি সংস্কৃতির দ্বারা বাংলাদেশের নগরের সংস্কৃতি বহুলাংশে প্রভাবিত হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে গ্রামীণ পরিবেশ ও সংস্কৃতির উপর। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে শিক্ষা, আকাশ সংস্কৃতি, টেলিভিশন চ্যানেল,ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ বিষয়গুলো।

সারসংক্ষেপ

সংস্কৃতি হলো মানুষের সার্বিক জীবন যাত্রার নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভাষা, বস্তুগত বৈশিষ্ট্য (বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র ইত্যাদি), শিল্পকলা, পৌরাণিক কাহিনী এবং বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, ধর্মীয় আচার-আচরণ, পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থা, সম্পত্তি, সরকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

পাঠ-১০.২ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি
Culture of main ethnic groups of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসম্পর্কেধারণা পাবেন।
- বাংলদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নামসমূহ রপ্তকরতে পারবেন।
- বাংলদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী
Ethnic group

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এথনিক সম্প্রদায় হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। সাধারণভাবে নৃ-গোষ্ঠী বলতে একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্ঠিকে বোঝায় যাদের একটি সুসংগঠিত অঞ্চল রয়েছে, সেখানে তারা বসবাস করে, তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি যা তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

সমাজবিজ্ঞানী John M. Shepar এর মতে, নৃগোষ্ঠী হচ্ছে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ, যারা উত্তরাধিকারী সূত্রে কিছু দৃষ্টিগোচর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী E.B.Tylorএর মতে, Ethnic community is a group distinguished by common cultural characteristics. (অর্থাৎ নৃ-গোষ্ঠী হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী।)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারা?
Who are the minority ethnic groups of Bangladesh?

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলোচাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, কুকি, তঞ্চঙ্গ্যা, কুমি, লুসাই, পাংখো, খুমি, খিয়াং, বনযোগী, মণিপুরি, খাসিয়া, গারো, হাজং, কোচ, দলুই, সাঁওতাল, রাজবংশী, মুণ্ডা, ওঁরাও, রাখাইন ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে কেউ পাহাড়ে, কেউ সমতল ভূমিতে বাস করে। এদের মধ্যে প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গাঁরো, সাঁওতাল,মণিপুরি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি
Culture of main ethnic minority groups of Bangladesh

১। ভাষা ও ধর্ম

- **চাকমা:** চাকমা সমাজের বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজেদের 'চাঙমা'-নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। চাকমারা পূর্বে টিবেটো বার্মা ভাষা পরিবারভুক্ত আরাকানি ভাষায় কথা বললেও তাদের লিপিতে আরাকানি অক্ষরের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। চাকমারা শুরুতে প্রাকৃতিক ধর্মের অনুসারী হলেও পরে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হওয়ায় এ ধর্মের নানা অনুষ্ঠান, আচার, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি পালন করে।
- **মারমা:** মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। মারমাদের বর্ণমালা বার্মিজ। মারমাদের ভাষা বার্মা-আরাকান শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। তবে বর্তমানে মারমাদের ভাষায় বাংলা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার দেখা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী মারমারা এ ধর্মের নানা অনুষ্ঠান, আচার, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি পালন করে।
- **ত্রিপুরা:** ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক `kok-borok'। ত্রিপুরারা সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়ায় শিব ও কালী এবং ১৪ জন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে।
- **গারো (মান্দি):** মান্দিরা মূলত মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের ভাষার নাম মান্দি। এরা সাংসারেক ধর্মের অনুসারী। সংসার, পরিবার, খানা অর্থাৎ জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই গারোদের ধর্ম বলেই সাংসারেক শব্দটি

ব্যবহার করা হয়েছে এবং এরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে অধিকাংশ মান্দি ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী হয় যা মূলত ঘটে এদেশে খৃষ্টান মিশনারীর ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে।

- **সাঁওতাল:** সাঁওতালরা আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। সাঁওতালরা কারমেলি ও মাহলেস নামে দু'টি ভাষা ব্যবহার করে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত হিন্দু ও খ্রিস্টানধর্মের অনুসারী হওয়ায় তাদের মধ্যে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরা হিন্দুধর্মের এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা খ্রিস্ট ধর্মের রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।
- **মণিপুরি:**মণিপুরিদেরকে আদি-মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। এদের ভাষার নাম মৈথেয়ী। মণিপুরিরা হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাদের মন্দিরে সাধারণত তাদের মন্দিরে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের মূর্তি দেখা যায়।

২। **পরিবার, বিবাহ, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি**

- **চাকমা:**চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয় হওয়ায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তাদের উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রের উপর বর্তায়। চাকমাদের মধ্যে নিজ বংশে সাত পুরুষের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ থাকলেও অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের প্রচলন রয়েছে। চাকমা সমাজে বর পক্ষের লোকজন গিয়ে কনেকে তুলে নিয়ে এসে বরের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান করে। বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা চাকমাসমাজে বিরল। তবে আধুনিক শিক্ষিত চাকমাদের কেউ কেউ অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।
- **মারমা:** পিতৃতান্ত্রিক মারমা পরিবার ব্যবস্থায় পারিবারিক কাজকর্মে মাতার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। মারমারা একক পরিবার ব্যবস্থারঅনুসারী। পিতার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। মারমা সমাজে সাধারণত একবিবাহ ব্যবস্থাই প্রচলিত থাকলেও কখনো কখনো বহুবিবাহ প্রথাও দেখা যায়। মারমা সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন রয়েছে। অর্ন্তবিবাহ ও বহির্বিবাহ প্রথা মারমা সমাজে বিদ্যমান। মারমারা বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদেরকে স্বাধীনতা দেয়।
- **ত্রিপুরা:** ত্রিপুরাদের পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক এবং এখানে পিতাই পরিবারের প্রধান। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারেঅগ্রাধিকার পায়। ত্রিপুরাদের সমাজে নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত।
- **গারো (মান্দি):** গারোদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় পরিবারের সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মাতা বা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার মায়ের দিক থেকে নির্ধারিত হয়। গারোদের সমাজে মাতৃবাস রীতি অনুসরণ করায় বিয়ের পর নবদম্পতি স্ত্রীর বাবা মায়ের বাড়িতে বসবাস শুরু করে। গারোসমাজে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- **সাঁওতাল:** সাঁওতালদের সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় পিতা পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচিত। একক বা অণুপরিবার সাঁওতালদের পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার থাকলেও কন্যাসন্তানের কোনো অধিকার নেই। সাঁওতালদের মধ্যে একক বিবাহ প্রচলিত। তবে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।
- **মণিপুরি:**মণিপুরি সমাজে পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচালিত। সম্পত্তির অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পিতার দিক থেকে নির্ধারিত হয়। একক বা অণুপরিবার বেশি বিদ্যমান। মণিপুরিদের মধ্যে বর্হিগোত্র বিবাহ প্রচলিত থাকলেওঅর্ন্তগোত্রবিবাহ ব্যবস্থা এখানে নিষিদ্ধ। এদের সমাজে তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবাবিবাহের প্রচলন রয়েছে।

৩। **অর্থনীতি, সমাজ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ**

- **চাকমা:**চাকমাদেরজীবিকা নির্বাহের উপায় হলো পাহাড়ে জুমচাষ। জুমচাষের মাধ্যমে ধান, তুলা, শসা, তিল, ভূট্টা উৎপাদন করে। কৃষিপণ্য উৎপাদন ছাড়াও তারা হাঁস-মুরগি ও শূকর পালন করে থাকে।পরিবার বা পারিবারিক সংগঠনচাকমা সমাজের ক্ষুদ্রতম সামাজিক একক। কয়েকটি চাকমাপরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা পাড়া যার

প্রধানকে বলা হয় কারবারী। গ্রাম বা মৌজা প্রধানের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চাকমা রাজা কারবারীকে নিয়োগ করেন। চাকমারাজা বংশপরম্পরায় নিযুক্ত হন এবং এই রাজাই চাকমাসমাজের সংহতির প্রতীক।

- **মারমা:** চাকমাদের মতো মারমারাওজুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মারমাদের মধ্যে বসতবাড়িতে বাগান ও কৃষিকাজ করার প্রবণতা দেখা যায়। কৃষিপণ্য ছাড়াও মারমারা নানা ধরনের তৈজষপত্র তৈরি করে বিশেষ করে বাঁশ ও বেতের সামগ্রীএবং চোলাই মদও তৈরি করে। বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা মারমা সমাজের প্রধান। মারমা সমাজে কতগুলো গ্রাম নিয়ে মৌজা গঠিত এবং মারমা সমাজ কতগুলো মৌজায় মারমা সমাজ বিভক্ত। ঐতিহ্যগতভাবে ত্রিমাত্রিক মারমাদের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গ্রাম বা পাড়া প্রধানকে কারবারি, মৌজা প্রধানকেহেডম্যান এবং সার্কেলের প্রধানকে রাজা বা সার্কেল চিফ বলা হয়।
- **ত্রিপুরা:** ত্রিপুরাদের অর্থনীতি জুমচাষ, পশু পালন ও হালচাষের উপর নির্ভরশীল থাকলেও তাদের মধ্যে বাগান চাষও প্রচলিত। তবে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ত্রিপুরা চাকরি ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। মূলত জুম চাষের উপর জুমের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরা সমাজের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরা সমাজ মূলত: নানা ধরনের দফা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিতএবং যা ৩৬টি দফায় বিভক্ত। এই ৩৬ টি দফার মধ্যে ১৬টি দফা বাংলাদেশে বসবাস করে। এই দফাগুলোর রয়েছেআলাদা পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-প্রথা ও অলংকার।
- **গারো (মান্দি):**একসময় জুম চাষে অভ্যস্ত গারোবর্তমানে হালকৃষিতে অভ্যস্ত। হালকৃষির মাধ্যমে তারা ধান, নানাপ্রকার সবজি ও আনারস উৎপাদন করে। গারোরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই হাটবাজারে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে।গ্রামপর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন গ্রামপ্রধান। গারো সমাজে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের মতো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান যা বাংলাদেশ সরকারের অংশ।
- **সাঁওতাল:**সাঁওতালদের সমাজ ১২ টি গোত্রে বিভক্ত। এই ১২ টি গোত্রের বাইরে অনেক উপ-গোত্রও রয়েছে। প্রতিটি গোত্রের একজন হেডম্যান থাকে যার অধীনে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। সাঁওতালদের তিন ধরনের বিচার ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন- গ্রাম পঞ্চায়েত, পরগনা পঞ্চায়েত এবং জঙ্গল মহাসভা।
- **মণিপুরি:** মণিপুরি অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষ উভয়ই কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। পাহাড়ি এলাকার মণিপুরিরা জুম চাষ পদ্ধতি আর সমতলের সমতলভূমির চাষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। কৃষিকাজ ছাড়াও মণিপুরি সম্প্রদায় কাপড় বোনা তাঁত পরিচালনা করে থাকে।

৪। **খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্যরীতি ও পোশাক**

- **চাকমা:**চাকমাদের খাদ্য তালিকায় প্রধানত ভাতের প্রাধান্য বেশি। ভাত ছাড়াও চাকমারা মাছ, মাংস, ফলমুল, ডাল ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। পানীয় হিসেবে চাকমারা স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত মদ পান করে থাকে। চাকমা পুরুষদের প্রধান পোশাক ধুতি ও ঘরে-বোনা কোট। এছাড়াও তারা পাগড়া পরে থাকে । চাকমা মেয়েদের প্রধান পোশাক হলো 'পিনধান', 'খাদি' পাগড়া বা খাবাং এবং শাড়ি-ব্লাউজ। 'পিনধান' হলো চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী কালো রঙের ঘাগরা পরে যার উপরে ও নিচে লাল ডোরাকাটা এবং পাশে সূচিকর্ম করা থাকে। এছাড়াও চাকমা মেয়েরা মাথায় স্কার্ফের মতো কাপড় পরে থাকে। চাকমা মেয়েরা অলংকার হিসেবে রুপার তৈরি গহনা ও পুতির মালা পরিধান করে।
- **মারমা:**মারমাদের প্রধান খাবার হলো ভাত, মাছ, মাংস এবং নানা ধরনের শাক সবজি। মারমারা তোহজা নামের এক ধরনের খাবার গ্রহণ করে থাকে যা সিদ্ধ শাক সবজির সাথে মরিচ মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়। মারমাদের আরেকটি ঐহিত্যবাহী খাবার হলো শুটকি মাছ থেকে প্রস্তুতকৃত 'নাপ্পি' বা 'ধাওয়াংপি'। মারমা পুরুষদের প্রধান পোশাক হলো জামা, লুঙ্গি এবং 'গবং' নামক মাথার পাগড়ি। মারমা নারীদের প্রধান পোশাক হলো 'আঙ্গি' নামক এক ধরনের ব্লাউজ, 'রাংকাই' ও 'থামি'। তবে লুঙ্গি পরা চল নারী-পুরুষ উভয়েরই আছে।
- **ত্রিপুরা:**ত্রিপুরা সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার গ্রহণ করে থাকে।ত্রিপুরা পুরুষদেরপ্রধান পোশাক ধুতি, মাথার পাগড়ি/টুপি।ত্রিপুরা নারীদের প্রধান পোশাক হলো ব্লাউজ এবংসায়া। অলংকার হিসেবে ত্রিপুরা নারীরা বেংকি, বালা, কুনচি, আঁচলী, রাংবাতার, সুরমা, ওয়াকুম নামক গহনা পরে থাকে। তবে নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝেই রূপা নির্মিত বক্স চন্দ্রাকৃতির কানের দুল পরার প্রচলন আছে।

- **গারো (মান্দি):**গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, শাকসবজি। তবে পুঁটি মাছের হিদল শুটকি গারোদের প্রিয় খাবার।এছাড়াও শুকরের মাংস, কচ্ছপ, কুঁচে, বাঁশের কঁচি চারা এবং ব্যাঙের ছাতা খেয়ে থাকে। সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গারোরা পচুঁই নামে এক ধরনের মদ পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে। গারো পুরুষেরা লুঙ্গি, গেঞ্জি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, শার্ট আর মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, শাড়ি, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ ও ওড়না পরে থাকে। গারোদের ঐতিহ্যবাহী দক্কান্দা পোশাকে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম চিত্রিত থাকে। গারো মেয়েরা চান্দি-রুপা এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করে থাকে।
- **সাঁওতাল:** সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য হলো ডাল, শাকসবজি, শূকর, মুরগি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, গুঁইসাপ, পাখি, লাল পিঁপড়া ইত্যাদি। তারা 'হারিয়া' নামক একধরনের মদ পানীয় হিসেবে পান করে। সাঁওতাল মেয়েরা সাধারণত কাঁধের উপর জড়িয়ে শাড়ি পরে এবং হাতে রাং, লোহা কিংবা শাঁখের বালা পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি ও ধুতি পরে। কোনো কোনো পুরুষ গলায় মালা ও হাতে বালা ব্যবহার করে।
- **মণিপুরি:** মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ ও শাক সবজি।মণিপুরি পুরুষদের প্রধান পোশাক ধুতি আর মেয়েদের প্রধান পোশাক লুঙ্গি। এই বিশেষ লুঙ্গি মেয়েরা বুক আবৃত করে পরিধান করে থাকে।

৫। **বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ**

- **চাকমা:** সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। বাংলা সনের শেষ চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত বিজু উৎসব চাকমাদের প্রধান বার্ষিক পর্ব। এছাড়াও চাকমারা কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান ও মাঘীপূর্ণিমা উৎসব পালন করে থাকে। জন্মের পর নবজাতকের মুখে দুধ দেওয়া চাকমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ। মৃত্যুর পর চাকমাদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে সৎকার করা হয়।
- **মারমা:** বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মারমারা বৌদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, ফানুস উড়ানোর মত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবহচ্ছে সাংগ্রাই । এই উৎসবে বয়স্কদের সম্মান জানানোসহ বৌদ্ধ পূজাও করা হয়। সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বাঁশ দিয়ে তৈরি চোঁচ দিয়ে নবজাতকের নাড়ি কাটা হয়। মারমাদের মৃতদেহ দাহ এবং সমাধিস্থের মাধ্যমে সৎকার করা হয়।
- **ত্রিপুরা:**ত্রিপুরারা বৈদিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে। ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব হলো বৈষু, কের, গোমতী, সিবরাই, খাচী ও হাকা। ত্রিপুরা সমাজে কোনো শিশু জন্ম গ্রহণ করলে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তার আগামনী বার্তা প্রচার করা হয়। আর কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ও বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে বিদায় জানানো হয়।
- **গারো (মান্দি):**খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত গারো সমাজখ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পালন করে থাকে। গারোদের মৃত দেহ পোড়ানো হয়। গারোরা চাষাবাদের মঙ্গল কামনায় আগাল মাক্কা আর ধান কাটার আগে রংচু গাল্লা অনুষ্ঠান পালন করে।
- **সাঁওতাল:**সাঁওতালদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। প্রতিমাসে তাদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। তাদের প্রধান প্রধান উৎসব হলো-স্যালসেই, বোঙ্গাবোঙ্গি, হোম, দিবি এবং সোহরাই। বাহা নামের আরেকটি উৎসব রয়েছে, যা ফুল কাটার সাথে সম্পৃক্ত। সাঁওতালদের মরদেহ আগুনে পুড়িয়ে সৎকার করা হয়।
- **মণিপুরি:**জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদিতে মণিপুরিরা নানা রকম আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তারা বসন্ত পূর্ণিমা উৎসব পালন করে। নৃত্য দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করায় মণিপুরি নৃত্য বেশ জনপ্রিয়। মণিপুরিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নৃত্যের নাম রাস নৃত্য।

সারসংক্ষেপ

নৃ-গোষ্ঠী বলতে একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্ঠিকে বোঝায় যাদের একটি সুসংগঠিত অঞ্চল রয়েছে, সেখানে তারা বসবাস করে, তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি যা তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। বাংলাদেশে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, মণিপুরি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

পাঠ-১০.৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব
Impacts of Globalization and Technology on the Culture of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যাকরতে পারবেন।

বিশ্বায়ন(Globalization)

বিশ্বায়ন হলো একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন করে। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ধারণা, ব্যবসায়িক পণ্য, পরিষেবা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তাকে বিশ্বায়ন বলে। মূলত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।সাধারণত ব্যক্তি পর্যায়, সমাজ পর্যায়এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে, বিশ্বায়নের ধারণাকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। যেমন– শিল্প সংক্রান্ত, আর্থিক, রাজনৈতিক, তথ্যপ্রবাহ, ভাষা, প্রতিযোগিতা, পরিবেশ, কৃষ্টি, সামাজিক, কারিগরি এবং আইনগত বা নৈতিক।

প্রযুক্তি (Technology)

প্রযুক্তি হলো সুনির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের হাতে কলমে ব্যবহার। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদানকে প্রযুক্তি বলে। তবে প্রযুক্তির সাথে বিজ্ঞান শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব(Impacts of Gloabalization on the Culture of Bangladesh)

১) **ভাষা:** সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব আদান-প্রদানসহ ভাব প্রকাশক নানা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভাষার উপর বিশ্বায়নের উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো সর্বক্ষেত্রে একই ভাষার ব্যবহার। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বাধাগ্রস্থ হয়। যেমন- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেখানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ নেই বললেই চলে। এভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার সার্বিকভাবে ও নানাস্থানে পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। আবার দেশের শহুরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কথা বলার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার শব্দের পরিবর্তে অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজিভাষা ব্যবহার করে। হিন্দি, আরবি ইত্যাদি ভাষাও সীমিতভাবে ব্যবহৃত হয়।অনেক শিক্ষিত পরিবার বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি এবং হিন্দিতে নিয়মিতভাবে তাদের ভাবের আদান প্রদান করে।বিশ্বায়নের ফলে ইংরেজি শিক্ষা এবং অবাধ বিদেশি সংস্কৃতির বিচরণের কারণেভিন্ন ভাষারপ্রভাব লক্ষণীয়।

২) **আচার-অনুষ্ঠান:**আচার অনুষ্ঠান যে কোনো সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠানে অনেক সমৃদ্ধ। তবে বিশ্বায়নের ফলে বাঙালি সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠানে বিদেশি আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের শহুরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী বিদেশি সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠান পালনে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যেমন-বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন, বিশ্ব বন্ধু দিবস পালন, বিশ্ব মা দিবস পালন, বিশ্ব বাবা দিবস পালন, ইংরেজি নববর্ষ পালন ইত্যাদি যা বিদেশি সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠান আমাদের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলছে। এর ফলে আমাদের ঐতিহ্যগত বাঙালি সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠান হুমকির মুখে পড়ছে, কিছু কিছু অনুষ্ঠান হারিয়ে যাচ্ছে। তবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগতভাবে নানা ধরনের ব্লেন্ডেড সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। যেমন-পশ্চিমা

সঙ্গীত, পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রের সাথে বাংলা গানের অপূর্ব সমন্বয়। এছাড়া ডি জে পার্টি, ডিসকো, ইংরেজি নববর্ষ, ইংরেজি থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন ইত্যাদি।

৩) **জীবনধারা:** বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত।ক্যাবল নেটওয়ার্কের ফলে মানুষের জীবনধারা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্রাম বা নগর সব জায়গাতেই প্রতি বাড়িতে টেলিভিশন, মোবাইল, টেলিফোন, ফ্রিজ ইত্যাদি রয়েছে যা মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে।শহরের অনেক বাড়িতে একাধিক টেলিভিশন, একাধিক ফ্রিজ, মোবাইল সেট, টেলিফোন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত গাড়ি, মোটর সাইকেল দেখা যায়, যা মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করেছে। আর এসব হয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাবে। এখন মানুষ ঘরে বসে অনলাইনে কেনাকাটা করে যা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের ফল। বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াও শহরের মেয়েরা পার্লারে, ছেলেরা জেন্টস পার্লারে যায় যেটি মূলত বিশ্বায়নের প্রভাবে জীবনধারার উপর একটি বড় প্রভাব।

৪) **খাবার ও ফ্যাশন:** বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের খাদ্য গ্রহণ, স্বাদ ও ফ্যাশনেও প্রভাব পড়েছে। এখন শহরের মানুষ ইচ্ছা হলেই ফাস্ট ফুডের দোকানে বা কপি হাউজে চলে যায়। ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি, পিৎজা হাট, বার্গার কিং এর মতো বিশ্বব্যাপী চেইন ফাস্ট ফুড শপ বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসকে বহুলাংশেপ্রভাবিত করেছে। এছাড়াও বিদেশি ফ্যাশন হাউজের ডিজাইন করা বিভিন্ন পোশাক, জুতা, ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ দেশীয় ফ্যাশনে প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের মানুষও বিশ্বের নামিদামি ব্রান্ডের জামা, জুতা, ঘড়ি ব্যবহার করে যা বিশ্বায়নের ফল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মার্কস এন্ড স্পেন্সারের শার্ট, এডিডাস বা নাইকির জুতা, রোলেক্স বা টাইটান ব্রান্ডের ঘড়ি ইত্যাদি। আবার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জন্য গড়ে উঠেছে দেশীয় ধাঁচের ব্র্যান্ড যথা দেশি দশ, সাদা-কালো, ইয়েলো, ক্যাটস আই ইত্যাদি। পাশাপাশি আরো দেশীয় ফ্যাশন হাউজ গড়ে উঠেছে যা পশ্চিমা সংস্কৃতির মিশ্রণের প্রতিফলন।

৫) **বিনোদন:**বিনোদনের ক্ষেত্রেও বিশ্বায়ন বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। বিনোদনের বিভিন্ন ধরন, যেমন-গানশোনা, নাটক দেখা, খেলাধুলা, বইপড়া, গল্প বলা, সিনেমা দেখা, মঞ্চনাটক দেখা, নৃত্য দেখা, পথ নাটক দেখা, মেলা, কেনাকাটা ইত্যাদি বিশ্বায়নের প্রভাবে দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। দেশিয় সংস্কৃতির বিনোদনের পরিবর্তে মানুষ বিদেশি নাটক, সিনেমা, নৃত্য, বই, খেলাধূলা ইত্যাদির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ছে, যা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশের হাডুডু এবং দাঁড়িয়াবান্ধা খেলার মতো বিনোদনমূলক উৎসগুলোরপাশাপাশি ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, রেসলিং ইত্যাদি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হচ্ছে আর যার অন্যতম কারণ হলো বিশ্বায়ন যা আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদেরকে আকৃষ্ট করছে। খোলা মাঠের পাশাপাশি টেলিভিশনে বা ইন্টারনেটের সাহায্যে মোবাইল বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সামনে বসে নানা ধরনের লাইভ এবং রেকর্ডেড খেলাধুলা উপভোগ করছে। যা বিশ্বায়নের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

৬) **পোশাক-পরিচ্ছদ:**বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের মানুষের পোশাক পরিচ্ছদেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের মানুষও এখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পোশাক পরিচ্ছদে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। শার্ট, প্যান্ট, জিন্স বা ডেনিম জিন্স, স্যুট, টাই, ট্রাউজার, ক্যাপ ইত্যাদি পাশ্চাত্য পোশাক বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৭) **সামাজিক সম্পর্ক:** বিশ্বায়ন সামাজিক সম্পর্কেও প্রভাব বিস্তার করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলের খবর, ডকুমেন্টারি অনুষ্ঠান, টক শো ইত্যাদি দেশীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গনে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাব ফেলছে।

৮) **লোকসংস্কৃতি:** বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত।বাংলাদেশের লোকশিল্প, বিশেষ করে ঢাকাই মসলিন, লোক নাট্য- মহুয়া-মলুয়া, বেহুলা লখিন্দর, লোক সঙ্গীত-ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লালন, হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিমের বাউল গান, রাধা রমন এর গান, লোক বিশ্বাস, যেমন-বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে এবং পিঠা উৎসবের মতো অনুষ্ঠানসমূহ বিশ্বায়নের প্রভাবে এদের ঐতিহ্য যেমন হারাচ্ছে তেমনি এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে।

৯) **ধর্ম,প্রথা এবং রীতিনীতি:**বিশ্বায়নের প্রভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি প্রথা পালনের সাথে সাথে জন্মদিন অনুষ্ঠান পালন, বিবাহবার্ষিকী পালন, ভালোবাসা দিবস পালন, বন্ধু দিবস পালন ইত্যাদি অনুষ্ঠান বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে স্থান করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রযুক্তির প্রভাব

Impacts of Technology on the Culture of Bangladesh

১) **ভাষা:**বিভিন্ন প্রযুক্তি উপাদান এবং মাধ্যম বিশেষ করে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, ইন্টারনেটের প্রভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি ইংরেজি এবং হিন্দি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির এসব উপাদানের প্রভাবে তরুণ ও উঠতি বয়সের জনগোষ্ঠী কথা বলার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার শব্দের পরিবর্তে অন্য ভাষা ব্যবহার করছে। যেমন– ইংরেজি, হিন্দি, আরবি ইত্যাদি।অনেক পরিবারের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের টেলিভিশনের বিভিন্ন বিদেশি কার্টুন বা সিরিয়ালের চরিত্রের ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়, যেমন- ছোটা ভিম, মুগলি, টারজান ইত্যাদি।

২) **আচার-অনুষ্ঠান:** প্রযুক্তির বড় উপাদান আকাশ সংস্কৃতি। আর এই আকাশ সংস্কৃতি প্রচারের বড় মাধ্যম হলো টেলিভিশন, ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। প্রযুক্তির সাহায্যে সামাজিক যোগাযোগের নানা ধরনের অ্যাপস (Apps) বহুলাংশে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার করছে।আমাদের কম-বয়সী জনগোষ্ঠী দেশীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে বিদেশি সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠান পালনে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেযার অন্যতম কারণ টেলিভিশন আর ইন্টারনেট।

৩) **জীবনযাত্রা প্রণালী:** উন্নতপ্রযুক্তির সাহায্যে তৈরিটেলিভিশন, মোবাইল, টেলিফোন, ফ্রিজ ইত্যাদি মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী পাল্টে দিয়েছে।গ্রাম থেকে শহরসব জায়গায় টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল সেট, টেলিফোন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত গাড়ি, মোটর সাইকেল দেখা যায় যা মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীকেবহুলাংশে পরিবর্তিত করেছে।

৪) **খাবার ও ফ্যাশন:** ইন্টারনেট, ইউটিউব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রভাবেখাদ্য গ্রহণ, স্বাদ ও ফ্যাশনেও পরিবর্তন এসেছে। ইউটিউব এবং টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন খাবারের রন্ধন প্রণালী দেখে বাংলাদেশের মানুষ সেসব খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এছাড়া প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশের মানুষ বিদেশি ফ্যাশন শো উপভোগ করে যা বিদেশি ফ্যাশনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়েও মানুষের ফ্যাশনে বা চাল চলনে পরিবর্তন এসেছে।

৫) **বিনোদন:**ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট টেলিভিশনে এবং বিশেষ করে ইউটিউবে গানশোনা, নাটক দেখা, সিনেমা দেখা, নৃত্য দেখা বিনোদনের সংজ্ঞাকে পাল্টে দিয়েছে। এখন মানুষ ইচ্ছা করলেই খেলাধুলা থেকে শুরু করে কেনাকাটা পর্যন্ত অনলাইনে করে থাকে, যা দেশীয় বিনোদনের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছে। অনলাইনে বই পড়া, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদির ফলে মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াতেও প্রভাব ফেলেছে।

৬) **পোশাক-পরিচ্ছদ:**ফেইসবুক বা ইউটিউব বা ইমেইল খুললেই বিভিন্ন পোশাক বা অন্যান্য রূপচর্চা সামগ্রীর বিজ্ঞাপন চোখের সামনে ভেসে উঠে যার মধ্যে বিদেশি পণ্যই বেশি। বিদেশি সংস্কৃতির পোশাক পরিচ্ছদ মানুষকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে। মানুষ বিদেশি সংস্কৃতির পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় দেশীয় সংস্কৃতির পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে প্রভাব পড়েছে যা প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

৭) **সামাজিক সম্পর্ক:**প্রযুক্তি সামাজিক সম্পর্কেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এসব মানুষ বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রক্ষা করে থাকে। যেমন-জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন জানানো। আর এসব হয়েছে প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে।

৮) **লোকসংস্কৃতি:** ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তারের কারণে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। বাংলাদেশের লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোক সাহিত্য, লোকনাট্য, লোক নৃত্যের পরিবর্তে ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে বাংলাদেশের মানুষ বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

৯) **খাদ্যাভ্যাস:**প্রযুক্তির প্রভাবে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন এনেছে। প্রযুক্তির প্রভাবে স্থানীয়ভাবে তৈরি ফাস্ট ফুড, ম্যাকডোনাল্ডস, কোকাকোলা, পেপসি, পিৎজা, বার্গার, স্যান্ডউইচ, চিকেন তন্দুরির মতো খাবারের বিজ্ঞাপন এবং প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা আমাদের খাদ্য তালিকাকে প্রভাবিত করছে।

১০) **ধর্ম, প্রথা এবং রীতিনীতি:** প্রযুক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষ ভালোবাসা দিবস পালন, বন্ধু দিবস পালন, থার্টিফ্রার্স্ট নাইট পালন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বায়ন বলতে একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদানকে প্রযুক্তি বলে। ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, জীবনযাত্রা প্রণালী, খাবার ও ফ্যাশন, বিনোদন, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক সম্পর্ক, লোকসংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, প্রথা এবং রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয় বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত।

পাঠ-১০.৪ বাংলাদেশের নগরায়ণ এবং স্থানান্তর গমন
Urbanization and Migrationin Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নগরায়ণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে নগরায়ণের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে স্থানান্তর গমনের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে স্থানান্তর গমনের প্রভাবকগুলো বিশ্লেষণকরতে পারবেন।
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নগরায়ণ
Urbanization

সাধারণত নগরায়ণ বলতে একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যে প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চল শহরাঞ্চলে রূপান্তরিত হয় এবং গ্রামের তুলনায় নগর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের অনুপাত, ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় নগরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের শহুরে মানসিকতার সৃষ্টি হয়।

সমাজবিজ্ঞানী মিচেলের বক্তব্য অনুযায়ী, যে পদ্ধতিতে মানুষ শহুরে হয় তা নগরায়ণ এবং এ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের কৃষি ভিত্তিক পেশা পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ভিত্তিক বা অকৃষি পেশায় স্থানান্তরের সাথে সামজিক রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়।

বার্জেল বলেন, Urbanization should be considered as a process.(নগরায়ণকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।)

সুতরাং বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে শহুরে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পদার্পণ করে সেটিই নগরায়ণ।

বাংলাদেশে নগরায়ণের কারণসমূহ
Causes of Urbanization in Bangladesh

১) **কলকারখানায় শ্রম শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি:**গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে অকৃষি ভিত্তিক শ্রম শক্তির ব্যাপক চাহিদা নগরায়ণের কারণ। শহর এলাকায় উৎপানমুখী কলকারখানা স্থাপনের ফলে গ্রামের মানুষ কাজের সন্ধানে শহরের গমন করে এবং বসবাস শুরু করে, যার ফলে দ্রুত নগরায়ণ শুরু হয়।

২) **শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাজের সন্ধান:** স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কাজের সন্ধানে শহরাঞ্চলে গমন করে। যেহেতু বাংলাদেশের কলকারখানা, অফিস আদালত থেকে শুরু করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাজ বা চাকরির সুযোগ শহর কেন্দ্রিক সেহেতু এই জনগোষ্ঠী কাজের সুবিধার্থে পরিবার পরিজনসহ শহরে স্থানান্তরিত হয়, যার ফলে দ্রুত নগরায়ণ হয়।

৩) **ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার:** উৎপাদনমুখী অর্থনীতির প্রসার হওয়ায় বাংলাদেশের শহরাঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে গ্রাম বা মফস্বলের অনেক স্বচ্ছল মানুষ অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন শহর এলাকায় বিনিয়োগের লক্ষ্যে বসবাস শুরু করে।

৪) **শিক্ষার সুযোগ:** বাংলাদেশে নগরায়ণের একটি অন্যতম কারণ হলো ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপেক্ষকৃত ভালো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শহর এলাকায় অবস্থিত। তাই অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভালো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য পরিবারসহ বা কখনো কখনো নিজে

কর্মস্থলে অবস্থান করে শুধু পরিবারকে শহরে রাখার ব্যবস্থা করে। যার ফলে জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নগরায়ণ ত্বরান্বিত হয়।

৫) **শিল্প, কলকারখানা ও অফিস আদালতেরঅবস্থান:** বাংলাদেশের নগরায়ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো বিকেন্দ্রীকরণের অভাব। দেখা যায় অধিকাংশ সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় শহর এলাকায় অবস্থিত। তাই এসব প্রতি কার্যালয়ে কর্মরত ব্যক্তিরা কাজের সুবিধার্থে শহর এলাকায় বসবাসে বেশি আগ্রহী হয় যা নগরায়ণকে তরান্বিত করে।

৬) **অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সুযোগ:**গ্রামাঞ্চলের তুলানায় শহর এলাকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সুযোগ বেশি। যেমন- হকার, রাস্তার পাশে বা পার্কে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিক্রি, রিক্সা, ইজিবাইক, বা অটোরিক্সা চালানো, ছোট মুদি দোকান চালানো, ভ্যানে তরকারি বিক্রি, রেস্তোরাঁয় কাজ ইত্যাদি। তাই শহরে এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সুযোগ বেশি থাকায় নিম্ন আয়ের এসব মানুষ শহরের বস্তি এলাকায় বসবাস করে, যা বাংলাদেশে নগরায়ণের অন্যতম কারণ।

৭) এছাড়া চরম দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, নদী ভাঙ্গনে যথাসর্বস্ব হারানো জনগোষ্ঠী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণে নিগৃহীত জনগোষ্ঠী, দুস্থ ও নাজুক জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকার তাগিদে শহরে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয় যা নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রভাব

Impacts of Urbanization in Bangladesh

বাংলাদেশে নগরায়ণের ইতিবাচক প্রভাব

১) **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি:** নগরায়ণের একটি ইতিবাচক প্রভাব হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উপার্জনের পথ তৈরি করা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নগর এলাকায় নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের উল্লেখ করা যায়।

২) **ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি:** ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদার প্রেক্ষিতে নগর এলাকায় নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩) **শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি:** নগরায়ণের ফলে শহর অঞ্চলের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানাবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, যার ফলে শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ছে সাথে এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৪) **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এত বড় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের চাহিদা কৃষি খাতের একার পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। তাই, নগর এলাকায় অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ হওয়ায় কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজে সুযোগ পাচ্ছে। যেমন- দ্রুত নগরায়ণের ফলে নির্মাণ খাতে অনেক কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের নেতিবাচক প্রভাব

১) **অপরিকল্পিত আবাসন:** নগরে জনসংখ্যারক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে অপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। এর মধ্যে অনেক আবাসন আছে যেগুলো অস্থায়িভাবে তৈরি। অনেক বাড়ি নির্মাণকালে সঠিক ইমারত নীতিমালা অনুসরণ না করায় পুরো নগরবাসি ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে।

২) **মৌলিক চাহিদা পূরণে অপ্রতুলতা:** নগরে অপেক্ষাকৃত সীমিত এলাকায় অনেক মানুষের বসবাসের কারণে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কখনো কখনো সমস্যায় পড়তে হয়। তাই নগরায়ণের ফলে সাধারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা বা বিনোদনের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

৩) **স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি:** নগরে ঘন বসতি হওয়ায় সংক্রামক রোগগুলো দ্রুত ছড়ায়। একই জায়গায় অনেক লোকের সমাগম, বসবাস, আড্ডা, বিনোদন কেন্দ্রে গমন ইত্যাদি কারণে নগরে সংক্রামক ব্যাধি সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। যেমন- কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস বাংলাদেশের যে কোনো স্থানের তুলনায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরের মতো

ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় সংক্রমণের হার অনেক বেশি। এছাড়াও নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

৪) **বস্তি এলাকার সৃষ্টিঃ** দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসনের চাহিদা মেটাতে নগর এলাকায় অনেক বস্তি গড়ে উঠছে। এসব বস্তি এলাকায় বিভিন্ন অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। যেমন- চুরি, ছিনতাই, মাদকাসক্তি। এছাড়াও বস্তি এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বিভন্ন রোগ ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে।

৫) **যানজটের সৃষ্টিঃ** নগরায়ণের ফলে শহর এলাকায় অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাই অনেক মানুষ গ্রাম বা মফস্বল ছেড়ে নগরে চলে আসে। এসব মানুষ কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসা, বাজার বা কেনাকাটা করা, বিভিন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া-আসার জন্য রাস্তায় চাপ বাড়ে এবং যানজটের সৃষ্টি হয়।

৬) **বায়ু ও শব্দ দূষণঃ** অতি নগরায়ণ ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে এবং শিল্প কলকারখানায় পরিবেশ দূষণের নগরগুলোতে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণের মাত্রা বেড়েছে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের নাজুকতাসমূহ

১) বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের জন্য নাগরিক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

২) কখনো কখনো পানি সরবরাহ লাইন এবং সুয়ারেজ লাইনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সংযোগের কারণে ডায়রিয়া, আমাশয় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

৩) অপরিকল্পিত বৈদ্যুতিক লাইন, টেলিফোন লাইন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল লাইন এবং ইন্টারনেট লাইনের কারণে নগরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

৪) বস্তিবাসি এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে অসচেতনতা।

৫) নগরের আশে পাশের নদী নালাগুলোতে বর্জ্য ফেলার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়।

৬) নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে গৃহস্থালির বর্জ্য, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য এবং চিকিৎসা সেবার বর্জ্য ফেলার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়।

৭) নগর তৈরির জন্য, কলকারখানা তৈরির জন্য গাছ কেটে বন উজাড় করার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

বাংলাদেশের স্থানান্তর গমন

Migration in Bangladesh

সাধারণত স্থানান্তর গমন বলতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে একটি নতুন স্থানে বসবাসের লক্ষ্যে যে জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত হয় তাকে বুঝায়। আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে সাধারণত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী হয় যেখানে সর্বনিম্ন তিন মাস থেকে এক বছরের কম সময়ের স্থানান্তরকে স্বল্প মেয়াদী এবং কমপক্ষে এক বছরের সময়কাল অন্যত্র অবস্থান করলে তাকে দীর্ঘ মেয়াদী স্থানান্তর বলা হয়।অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন অঞ্চল বা দেশ থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন অঞ্চল বা দেশে গমন করাকে বোঝায়। এসব সুযোগ সুবিধা বলতে প্রধানত অর্থনৈতিক, যেমন-কর্মসংস্থানের সুযোগ, জীবিকা নির্বাহ, সামাজিক সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে স্থানান্তর গমন মূলত গ্রাম বা পশ্চাৎপদ এলাকা থেকে নগর বা শহর অথবা দেশ থেকে বিদেশে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে স্থানান্তর গমনের ধরন

Types of Migration in Bangladesh

বাংলাদেশে সাধারণত দুই ধরনের স্থানান্তর গমন হয়ে থাকে।

১) অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন এবং

২) আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন।

১) **অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমনঃ** অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন বলতে দেশের ভেতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কাজের জন্য বা অন্য কোনো কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করাকে বোঝায়। সাধারণত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্যের কারণে এ ধরনের স্থানান্তর গমন হয়ে থাকে।

২) **আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন:**অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন বলতে কাজের জন্য বা অন্য কোনো কারণেএক দেশ অন্য দেশেস্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করাকে বোঝায়। সাধারণত বিদেশে চাকরি, ব্যবসা, বা যুদ্ধের কারণে এ ধরনের স্থানান্তর গমন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানান্তর গমনে প্রভাবক

Factors Behind Migration in Bangladesh

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমনে প্রভাবকসমূহ

স্থানান্তর গমন প্রভাবক মূলত দুই প্রকার। যথা- ক) পুশফ্যাক্টর (Push factor) এবং খ) পুলফ্যাক্টর (Pull factor)

ক) পুশ ফ্যাক্টর (Push factor): অর্থাৎ যেসব কারণে মানুষ স্থানান্তর গমনে বাধ্য হয় তাকে ক) পুশ ফ্যাক্টর (Push factor) বলে। যেমন:

১) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষকে স্থানান্তর গমনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। যেমন- নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে কাজের সন্ধানে বা আশ্রয়ের আশায় নগরে গমন করে এবং বিভিন্ন সরকারি জায়গায় ঘর তুলে বা বস্তিতে বসবাস করে।

২) **কর্মসংস্থানের অভাব:** গ্রামীণ কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি না হওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরে স্থানান্তরিত হয়।

৩) **খাদ্যের অভাব:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় গ্রামে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে মানুষ খাদ্যের যোগান দিতে শহরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে।

৪) **অর্থনৈতিক সংকট:** মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে নগরে অর্থ উপার্জন করে।

৫) **সামাজিক বা পারিবারিক দ্বন্দ্ব:** সামাজিক বা পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্য স্থানে পাড়ি জমায়।

খ) পুল ফ্যাক্টর (Pull factor): অর্থাৎ যেসব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা মানুষকে স্থানান্তর গমনে উদ্বুদ্ধ করে তাকে পুল ফ্যাক্টর (Pullfactor) বলে।

১) **বেশি টাকা উপার্জনের সুযোগ:** গ্রামের চেয়ে শহরে বেশি টাকা উপার্জনের সুযোগ থাকায় মানুষ বেশি টাকা উপার্জনের আশায় শহরে গমন করে।

২) **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** শহর অঞ্চলে বিভিন্ন অফিস, কলকারখানা বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ বেশি থাকায় স্থানান্তর গমন করে।

৩) **শিক্ষার সুযোগ:** সাধারণত শহর এলাকায় গুণগত ও উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় সন্তানের পড়ালেখার জন্য শহরে পাড়ি জমায়।

৪) **নাগরিক সুযোগ-সুবিধা:** শহরের নাগরিক সুযোগ সুবিধা গ্রামের চেয়ে বেশি হওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরে গমন করে। যেমন- যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ইত্যাদি পরিষেবার সুযোগ।

এছাড়াও সামাজিক কারণসমূহও স্থানান্তর গমনে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন:

১) বয়স
২) বৈবাহিক অবস্থা
৩) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৪) পেশাগত কারণ
৫) রাজনৈতিক নাজুকতা
৬) ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ
৭) আবাসন সংকট
৮) স্বাস্থ্য ও মৃত্যু ঝুঁকিইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমনের কারণসমূহ

Causes of International Migration in Bangladesh

১) **অধিক অর্থ উপার্জন:**বাংলাদেশের তুলনায় অন্যান্য দেশে অর্থ উপার্জনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এ দেশের অদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাড়ি জমায়।

২) **জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি:** অধিক অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য বিদেশে গমন করে।

৩) **কর্মসংস্থান:** বাংলাদেশেরমানুষকর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে পাড়ি জমায়।

৪) **শিক্ষার সুযোগ:** বাংলাদেশের কোনো শিক্ষার্থী বিদেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ এবং বৃত্তি পেলে সংশ্লিষ্ট দেশে গমন করে।

৫) **রাজনৈতিক প্রতিপক্ষতা:** বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে শত্রুতা বা হয়রানির কারণে বাংলাদেশের মানুষ রাজনৈতিক আশ্রয়ের সংশ্লিষ্ট দেশে গমন করে।

৬) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এদেশের মানুষ কখনো কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে পাড়ি জমায়।

৭) **দারিদ্র্য বিমোচন:** দরিদ্রতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এদেশের মানুষ বিদেশ গমন করে।

সারসংক্ষেপ:

সাধারণত নগরায়ণ বলতে একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যেখানে গ্রামীণ জীবন শহুরে জীবনে রূপান্তরিত হয়। আর স্থানান্তর গমন বলতে তুলনামূলক কম সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন অঞ্চল বা দেশ থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন অঞ্চল বা দেশে গমন করাকে বোঝায়। বাংলাদেশে নগরায়ণের কারণ হলো-কলকারখানায় শ্রম শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাজের সন্ধান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষার সুযোগ, শিল্প, কলকারখানা ও অফিস আদালতের অবস্থান, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সুযোগ ইত্যাদি। বাংলাদেশে দুইধরনের স্থানান্তর গমন হয়ে থাকে-অভ্যন্তরীণ আর আন্তর্জাতিক। বিভিন্ন প্রভাবক স্থানান্তর গমনে ভূমিকা পালন করে। যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থানের অভাব, খাদ্যের অভাব, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বা পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বেশি আয়ের সুযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষার সুযোগ, উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

পাঠ-১০.৫ সামাজিক পরিবর্তন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ
Social Change and Contemporary Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সামাজিক পরিবর্তন
Social Change

সমাজ পরিবর্তন হতে হতে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছেছে। শুরুতে সমাজ ব্যবস্থা এমন ছিলো না। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের এই পরিবর্তনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি। যেকোনো একটি বা সবগুলো দৃষ্টিকোণ সমাজ কাঠামোর এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তনকে সাধারণ কথায় সামাজিক পরিবর্তন বলে। তবে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যাকারী সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক পরিবর্তন বলতে মূলত: বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাকারী সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক পরিবর্তন বলতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে, মার্ক্সবাদীরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন।

মরিস গিনসবার্গ এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন। আর সমাজ কাঠামো হলো সমাজের আকৃতি, গড়ন অথবা এদের অন্তর্ভুক্ত সকল অংশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক। ('By social change, I understand a change in social structure, e.g. the size of a society, the composition or balance of its parts or the type of its organization.')।

অন্যদিকে ল্যান্ডবার্গ এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন হলো আন্তঃমানবিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত রূপ এবং আচরণের মানদণ্ডের ক্ষেত্রে সংঘটিত রূপান্তর।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন সমাজ কাঠামো এর রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর যার মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে।

ছক: সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা	
সামষ্টিক পর্যায়	**ব্যষ্টিক পর্যায়**
১. প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: ক) আবিষ্কার এবং খ) উদ্ভাবন ২. সাংস্কৃতিক: ক) সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি এবং খ) সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রিতা ৩. দ্বন্দ্ব: ক) গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে এবং খ)সমাজের অভ্যন্তরে ৪. আদর্শহীনতা: ক) সাংস্কৃতিক এবংখ) উপসাংস্কৃতিক ৫. যৌথ আচরণ: ক)জনমত, খ) ফ্যাশন এবংগ) সামাজিক আন্দোলন ৬. শহুরে মূল্যবোধ	১. দ্বন্দ্ব: গোষ্ঠীর মধ্যকার এবং খ) ভূমিকা দ্বন্দ্ব ২. আদর্শহীনতা: ব্যক্তিগত ৩. বিচ্যুতি ৪. যৌথ আচরণ: ক) জনতা, খ) উচ্ছৃঙ্খল জনতা, গ) দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঘ) লুটপাট এবং ঙ) ধ্বংসসাধন ৫. ক্ষমতা: আন্তঃগোষ্ঠী

সূত্র: ড. রংগলাল সেন এবং বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, পৃ:৪৮৩

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ

Influencial Elements of Social Change in Contemporary Bangladesh

১) **জৈবিক উপাদান:** সামাজিক পরিবর্তনে প্রভাববিস্তাকারী উপাদানগুলোর মধ্যে জৈবিক উপাদান অন্যতম। জৈবিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা। জৈবিক পরিবেশ মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনকে এক রূপ থেকে অন্যরূপে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন মূলত জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে বনভূমি উজাড়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ও পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্যের তারতম্য। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মৃত্যুহার হ্রাস, নারী-পুরুষ ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অবদানে ভারসাম্য, বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার গঠন, অধিক জনসংখ্যার ফলে বেকারত্ব, শিশুশ্রম, নারীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রভাবিত করছে। উপরন্তুজনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি, বনভূমি ধ্বংসের ফলে খাত ভিত্তিক বেকারত্ব বৃদ্ধি, অতি ঘনবসতির কারণে সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ও জৈবিক উপাদান হিসেবে বাংলাদেশে সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

২) **প্রাকৃতিক উপাদান:**জলবায়ুর উপাদানসমূহের পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি, মেরু এলাকার বরফ গলাসহ নানা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর জলবায়ু সম্পর্কিত এসব পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত করছে। যেমন-পৃথিবীর কোনো এলাকায় যখন অধিক তাপমাত্রার কারণে তাপদাহ সৃষ্টি হয় ঠিক একই সময়ে আরেক প্রান্তে বরফ আচ্ছাদিত হয়। এভাবে কোনো এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়, কোনো এলাকা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, আবার কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো বা সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। আর বাংলাদেশও এই প্রক্রিয়ার বাহিরে নয়। গড়ে প্রায় প্রতি বছরই এখানে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। যেমন- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ক্রমান্বয়ে রূপ পাল্টিয়ে অন্য রূপ ধারণ করছে। অর্থাৎ এসব উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। যেমন- নদী ভাঙনের ফলে নিমিষেই মানুষ তার সহায় সম্বল, ভিটে মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। সব হারিয়ে এসব মানুষ শহর এলাকায় গমন করছে, যেখানে তারা নতুন ধরনের সমাজ কাঠামোর সাথে পরিচিত হচ্ছে এবং খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এভাবে তাদের সামজিক মূল্যবোধ, পেশা, জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে সামজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়ে শহর এলাকায় গমনের ফলে বস্তি এলাকা গড়ে উঠছে, কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে গুচ্ছ গ্রাম গড়ে উঠছে।

৩) **প্রযুক্তিগত উপাদান:**সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিগত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক পণ্য উদ্ভাবনও উৎপাদন হচ্ছে। কার্ল মার্কস সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরে যে প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন সেখানেও প্রযুক্তির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনেও প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের কৃষিমূলত গরু মহিষ চালিত লাঙলের উপর নির্ভরশীল ছিলো। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির সমর্থনে চালু হয়েছে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার। মানব শ্রমের উপর নির্ভরশীল ফসল চাষ ও মাড়াইয়ের পরিবর্তে হারভেস্টার যন্ত্র, সার, উন্নত শস্য বীজ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে কৃষি সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে ডিজেল বা বিদ্যুৎচালিত আধুনিক সেচযন্ত্র কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাবে শহরাঞ্চলেও মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে, যা প্রকান্তরে সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এছাড়াও যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্য বিপণন ব্যবস্থা, ভোগ, চাহিদা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরির্তন সাধিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ

Causes of Social Change in Contemporary Bangladesh

১) **শিক্ষার প্রসার:** সাম্প্রতিক বাংলাদেশে শিক্ষার হার অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। আধুনিক শিক্ষার কারণে বাংলাদেশে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার ফলে নারী পুরুষের ভেদাভেদ কমেছে, নারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারছে, নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে, মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের পেশাগত বৈচিত্র্য এসেছে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বাড়ছে, কৃষি ভিত্তিক সমাজের উপর নির্ভরতা কমিয়ে উৎপাদনমুখী কাজের সুযোগ বাড়ছে, যার ফলে সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে।

২) **প্রযুক্তির প্রসার:**বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যোগাযোগ করতে সক্ষম। ইন্টারনেট ভিত্তিক ফেইসবুক, টুইটারসহ নানা মাধ্যমের সাহায্যে মানুষ নিমিষেই অন্য দেশ বা সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিত হয়ে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে, সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে, পোশাক পরিচ্ছদ, সঙ্গীত, কলা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে, যা সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ইন্টারনেট ভিত্তিক এসব মাধ্যমের কারণে আমাদের যুব সমাজ মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের মতো যন্ত্রে আটকে গেছে, যা তাদের সামাজিকীকরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা কোনো উগ্রপন্থিদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩) **জলবায়ুর পরিবর্তন:** জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের মানুষের পেশা, জীবনধারা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি পরিবর্তন হচ্ছে।যেমন-বাংলাদেশে প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে অনেক মানুষ শহরাঞ্চলে গমন করে তাদের পেশা পরিবর্তন করে। এছাড়াও নদীভাঙনের মতো দুর্যোগের কারণে দেশে ভূমি ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৪) **ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন:** বনভূমি উজাড়, নতুন চরাঞ্চল সৃষ্টি এবং নদীভাঙনের কারণে বাংলাদেশে কোনো কোনো জায়গায় ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যেমন– বনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বনভূমি উজাড়ের কারণে তাদের পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে, যাতে করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।আবার বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সেখানকার কৃষি ভিত্তিক সমাজ মৎস্যভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে।

৫) **উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন:**বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজ আদি চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদে পদার্পণ করায় সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের মানুষ এখন কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় এবং কৃষি ভিত্তিক পেশার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্য পেশায় রূপান্তর করছে।

৬) **আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব:** আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের বদৌলতে বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন নতুন ফ্যাশন, লাইফ স্টাইল, গান, প্রথা-রীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করছে, যা সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

৭) **মহামারী রোগের প্রভাব:**বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে মহামারী রোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন-কোভিড-১৯ নামক করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। মানুষের পেশাগত পরিবর্তনসহ কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব বৃদ্ধি, উৎপাদন, ভোগ ও চাহিদায় পরিবর্তন, সামাজিক গতিশীলতায় পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থানে পরিবর্তন, দরিদ্রতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এই ভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগ মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হওয়ার কারণে সামাজিক দূরত্ব নীতি মেনে চলায় মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে। এছাড়া নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে নাজুকতা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক নাজুকতা ও সামাজিক নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

৮) **রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাবঃ** রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। যেমন- বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে নারীদের জন্য কোটা থাকায় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক পরিবর্তন হলো আন্তঃমানবিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত রূপ এবং আচরণের মানদণ্ডের ক্ষেত্রে সংঘটিত রূপান্তর। বিভিন্ন উপাদান সামাজিক পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন– জৈবিক উপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান, প্রযুক্তিগত উপাদান। শিক্ষার প্রসার, প্রযুক্তির প্রসার, জলবায়ু পরিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, মহামারী রোগের প্রভাব, রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব ইত্যাদি কারণে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ইউনিটমূল্যায়ন

১) সংস্কৃতি বলতে কী বুঝেন? সংস্কৃতির উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
(What do you mean by culture? Discuss the elements of culture.)

২) বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি আলোচনা করুন।
(Discuss the rural culture of Bangladesh.)

৩) বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি আলোচনা করুন।
(Discuss the urban culture of Bangladesh.)

৪) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কী? চাকমা এবং মারমাদের সংস্কৃতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।
(What is minority ethnic group? Make a comparative analysis between the culture of Chakma and Marma.)

৫) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কী? গারো এবং ত্রিপুরাদের সংস্কৃতি আলোচনা করুন।
(What is minority ethnic group? Discuss the culture of Garo and Tripura.)

৬) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কী? সাঁওতাল এবং মণিপুরিদের সংস্কৃতি আলোচনা করুন।
(What is minority ethnic group? Discuss the culture of Santal and Monipuri.)

৭) বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।
(Discuss the impacts of globalization on the culture of Bangladesh.)

৮) বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
(Explain the impacts of technology on the culture of Bangladesh.)

৯) নগরায়ণ কী? বাংলাদেশে নগরায়ণের কারণ বিশ্লেষণ করুন।
(What is urbanization? Explain the causes of urbanization in Bangladesh.)

১০) নগরায়ণ কী? বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রভাবআলোচনা করুন।
(What is urbanization? Discuss the impacts of urbanization in Bangladesh.)

১১) স্থানান্তর গমন বলতে কী বুঝেন? বাংলাদেশে স্থানান্তর গমনের প্রভাবকগুলো আলোচনা করুন।
(What do you mean by migration? Discuss the factors behind migration in Bangladesh.)

১২) সামাজিক পরিবর্তন কী? সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
(What is social change? Explain the influential elements of social change incontemporary Bangladesh.)

১৩) সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
(What is meant by social change? Discuss the causes of social change in contemporary Bangladesh.)